দৈনিক খবর তারিখ ২৮।৮।৯২
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

গণযোগাযোগ শি প্রয়োজনীয়ত

ড. জাহাঙ্গীর কবির

দুই দশক পূর্বে গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ক্রিসপিন মাসলগ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে বিভিন্ন রকম পেশার স্থান নির্ধারণে এক জরিপ পরিচালনা করেন। ঐ জরিপে দেখা যায় যে, সাংবাদিকতা পেশার স্থান প্রথম ১৫টি পেশার মধ্যে দশম। সত্তরের দশকের পর দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্র ও পেশা হিসেবে গণযোগাযোগ বিষয়টি পরিবর্তিত ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু কিছু দেশে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই শিক্ষা কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলা হয়। উন্নয়নশীল দেশে গণযোগাযোগ পেশা এখন নিঃসন্দেহে আরও অগ্রসর ও সম্মানিত স্থান পেয়েছে।

গণযোগাযোগ শিক্ষার প্রচলন তুলনামূলকভাবে বেশ সাম্প্রতিক এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মাত্র এই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তিন দশক আগেও তৃতীয় বিশ্বে গণযোগাযোগ পেশাজীবী তৈরীর জন্য কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিলো না। এই পেশাজীবীরা তখন তাদের নিজ নিজ সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই দায়িত্ব সম্পন্ন করতেন। কিন্তু বর্তমানে গণযোগাযোগ বিষয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হচ্ছে এতদসংশ্লিষ্ট পেশার মান উন্নয়নের চাবিকাঠি।

বিশ্বজয়ী কলাকৌশল

খাদ্য ও আশ্রয় যেমন মানুষের মৌলিক চাহিদা, সমাজে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বা সংযোগ রক্ষা করাটাও তাঁর তেমন একটি মৌলিক প্রয়োজন। মানব সমাজে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের এই আকৃতি অতি আদিম এবং সমকালীন বিশ্বে টিকে থাকার জন্য তা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর তথ্য, ভাব এবং মনোভাব অপর কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রসারণ করার মধ্যেই মানব যোগাযোগের প্রকৃত ও সহজ সংজ্ঞা নিহিত। এর জন্য মানুষ তাঁর বক্তব্য বা বার্তা প্রচারে আজ অনেক জটিল, বহুমুখী ও বহুমাত্রিক যন্ত্রপাতিও তৈরী করে ফেলেছে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন অবদানের ফলে চমক লাগানো যন্ত্রপাতিগুলো এখন গণযোগাযোগ ক্ষেত্রের সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে বিশ্বকে জয় করতে পেরেছে। ইলেকট্রোনিক কলাকৌশলের মাধ্যমে এখন আমাদের চিন্তা ও ভাবনাকে এমন সব জায়গায় পৌছে দেয়া যাচ্ছে যা আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্পনারও বাইরে ছিলো।

দু'রকম দৃষ্টিকোণ থেকে গণযোগাযোগ বিষয়ে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্য মনোনিবেশ করতে হয়। এর একটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সম্যক ও ব্যাপক ধারণা নেয়া। অন্যটি হচ্ছে গণযোগাযোগের অন্তর্নিহিত রীতিনীতি, অর্থাৎ দৈনন্দিনভাবে আমাদেরকে অবহিত, প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত, প্রত্যয়-উৎপাদন, নিবৃত্ত এবং চিত্তবিনোদন করার কাজে, গণযোগাযোগ যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

সফল গণযোগাযোগ কৌশল

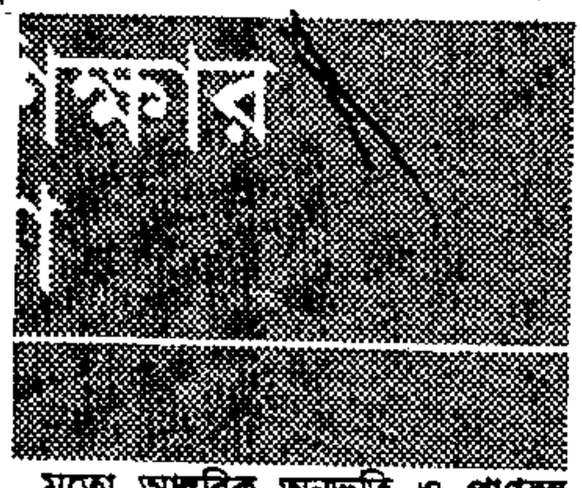

আমাদের প্রত্যেককেই অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির চেতনা যেমন দৃষ্টি, শ্রুতি, রুচি, পরশ অথবা আভাসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের প্রতি আমাদের বার্তার যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। তা না হলে গণযোগাযোগ কার্যক্রম ফলপ্রসূ হতে পারে না। আমরা যখন হাসি তখন আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করি। যে স্বরভঙ্গীতে আমরা সুপ্রভাত শব্দটি উচ্চারণ করি তাতে উষ্ণ আনন্দদায়ক অনুভূতিই প্রতিফলিত হয়। অন্যের প্রতি আমাদের লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য শুধু তখনই হৃদয়গ্রাহী হয় যখন তা রচনায়, চয়নে ও প্রকাশে আমরা যথাযথভাবে যত্নবান হতে পারি। যতো ভালোভাবে আমরা ঐ কাজটি করতে পারি ততো ফলপ্রসূভাবেই আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ বা গণযোগাযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

মুখোমুখি আলাপের চেয়ে গণযোগাযোগ কৌশল অনেক বেশী জটিল। গণযোগাযোগকারী যখন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন, তখন তিনি কোন বিশিষ্ট একজন দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করতে পারেন না। গণযোগাযোগকারীর কোন বক্তব্যে, দর্শক-শ্রোতার এক অংশে উল্লসিত হলেও কিছু অংশে হয়তো উল্লসিত হবে না। যিনি সঠিক পন্থায় অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি স্থাপন করতে পারেন তিনিই হচ্ছেন সফল যোগাযোগবিদ।

কোন রাজনীতিবিদ প্রতিটি দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে করমর্দনের চেয়ে একটি টেলিভিশন ভাষণের মাধ্যমেই তিনি এক সাথে অগণিত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ঐ টেলিভিশন ভাষণে করমর্দনের

ক্ষার

মতো আন্তরিক অনুভূতি ও প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত না হলে সফলভাবে যোগাযোগ স্থাপনে তিনি ব্যর্থ হবেন।

গণযোগাযোগ বার্তার উপযোগিতা

গণযোগাযোগ কার্যক্রমে যোগাযোগের বিষয়বস্তুর আঙ্গিক এবং তার প্রচার কৌশল সম্পর্কে তাই যোগাযোগবিদকেই যত্নবান হতে হবে। লাখো দর্শক-শ্রোতার জন্য কোন নিম্নমানের যোগাযোগ বার্তা দুর্বলভাবে প্রচার করার চেয়ে সীমিত দর্শক-শ্রোতার উদ্দেশে উন্নতভাবে তৈরী করা যোগাযোগ বার্তা হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে প্রচার করাই অনেক ভালো এবং কার্যকর।

গণযোগাযোগের মাধ্যমগুলোর মধ্যে মুদ্রণ মাধ্যম, ইলেকট্রোনিক তথা রেডিও-টেলিভিশন, ভিডিও মাধ্যম, চলচ্চিত্র মাধ্যম ও লোকজ মাধ্যমই উল্লেখযোগ্য। এসব মাধ্যমের দ্বারা আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনা বিবরণীর সম্মুখীন হই। ঐ সব ঘটনা বিবরণীর কিছু কিছুর প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হই। অথবা খুব তাড়াতাড়িই সেগুলো ভুলে যাই। কোন ঘটনা বিবরণী একমাত্র ব্যক্তি বিশেষের মনমানসিকতা ও তাঁর অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতির কারণেই মনে রেখাপাত করতে পারে।

গণযোগাযোগের কোন বার্তার দ্বারা বিশাল জনগোষ্ঠী সম্বলিত ব্যাপক দর্শক-শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে অনেক রকম রীতিনীতি ও কলাকৌশল রয়েছে। সেগুলোর কিছু কিছু শেখা যায় সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করে, আবার কিছু কিছু শেখা যায় গণযোগাযোগের প্রক্রিয়া এবং গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

গণযোগাযোগ শিক্ষার উদ্ভব

তাই, কোন বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে অবহিত করানো সত্যিই একটি দুরূহ কাজ। গণযোগাযোগের মূলনীতি ও রীতিনীতির অনুশীলন চর্চায় দক্ষতা ব্যতিরেকে খুব কম যোগাযোগবিদরাই এ পেশায় সাফল্য লাভ করতে পারেন। চলমান বিশ্বের সামাজিক অবস্থার জটিলতা ও বিষয় বিশেষজ্ঞতার ব্যাপকতার ফলে সৃষ্ট সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এতই পরিবর্তনশীল যে মানবীয় ক্রিয়াকর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একমাত্র তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেই কোন ঘটনার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। সঠিক এবং পূর্বাপর উপলব্ধি ছাড়া কোন ঘটনার বর্ণনা দেয়া ও ব্যাখ্যা করা শুধু যে ভাসাভাসা এবং অকার্যকরই হয় তাই নয়- একটি গণতান্ত্রিক জাতির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কখনো কখনো তা বিপদজনক অবস্থারও সৃষ্টি করতে পারে।

কোন দেশের উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে যুগোপযোগী গণযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি কোন ঘটনা ও ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করে ব্যক্ত করতেও গণযোগাযোগের রীতিনীতি ও কৌশলকে আয়ত্ত করা তথা গণযোগাযোগ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রম

এ কথা ঠিক যে, কোন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি বিশেষ গণযোগাযোগ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও নিজ বুদ্ধিদীপ্ততার বলেই এ পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন। এ ধরনের সীমিত কিছু ব্যক্তি দেশে গণযোগাযোগ পেশায় নিয়োজিত থাকলেও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত এ পেশায় সাফল্যের শিখরে পৌছুতে হলে গণযোগাযোগ শিক্ষাক্রমের সম্প্রসারণ করা দরকার। একমাত্র গণযোগাযোগ শিক্ষার মাধ্যমেই গণমানুষের জন্য বিবেচিত বিষয়গুলোকে সত্য, সুন্দর ও সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়। এই শিক্ষায় ব্যক্তি বিশেষের আচরণ এবং পরস্পরের প্রতি সম্পর্ককে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়।

ভবিষ্যতে যোগাযোগবিদদের জন্য তাই এই শিক্ষার সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই শিক্ষা আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-সমালোচনার দিগন্তকে উন্মোচিত ও প্রসারিত করতে পারে। প্রায়োগিক এই শিক্ষার ফলে আমরা আমাদের সমাজ এবং তার কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারি। চলমান সমাজের সমস্যাবলীর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য সঠিক ও সাহসী নাগরিক অধিকারের অনুশীলনেও এই শিক্ষা বেশ অবদান রাখতে পারে। কার্ডিনাল জন হেনরী নিউম্যানের ভাষায় বলা যায় যে, এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার সংশ্রবেই আমরা ঘটনাবলীকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং বহুবিধ চিন্তাজট থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন ও বিভ্রান্তির নিরসন করতে পারি।

পেশাগত জ্ঞানচর্চা

আবার এটাও সত্য যে, গণযোগাযোগ পেশায় যারা নিয়োজিত হতে চান, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট একটি ডিগ্রী হচ্ছে তাদের পেশাগত নৈপুণ্য লাভের ক্ষেত্রে সূচনা মাত্র। চলমান সমাজে মানুষের যে কোন ভাবাবেগ বা দুর্ভোগ এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। গণযোগাযোগবিদদের অবশ্যই পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটকে জানার আগ্রহ এবং পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য থাকতে হবে।

গণযোগাযোগ পেশায় যারা সম্ভাবনাপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে চান তাদেরকে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পড়াশোনা এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রতি মনোযোগী থাকতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নতুন নতুন চিকিৎসা উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে একজন চিকিৎসককে যেমন নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সাময়িকী পাঠ করতে হয়, তেমনি একজন গণযোগাযোগবিদকেও নিয়মিতভাবে তাঁর পেশা সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং সাময়িকী পড়তে হয়। গণযোগাযোগ পেশাজীবীর পড়াশোনা তাই কোন নির্দিষ্ট সময় এবং বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।